Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখ ঃ ১৫-১২-২০২১ (পৃঃ ০৮)

বরিশাল ঃ *ধানখেতে হাতজাল দিয়ে পোকা ধরছেন কৃষক* –সংবাদ

কীটনাশকের বদলে পার্চিং কমছে খরচ-স্বাস্থ্যঝুঁকি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

কীটনাশকমুক্ত ধান চাষে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছেন বরিশালের কৃষকরা। পার্চিং পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে কমছে উৎপাদন খরচ, স্বাস্থ্যঝুঁকি ও পানি-বায়ুর দূষণ। প্রযুক্তির বদৌলতে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে কৃষকের মুখে এখন হাসি ফুটে উঠেছে।

ব্রি'র ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কীটতত্ত্ববিদ মনিরুজ্জামান কবির বলেন, বাংলাদেশ ক্রপ প্রটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যমতে ষাটের দশকে সবুজ বিপ্লবের পর ধান চাষে কীটনাশকের ব্যবহার আশঙ্কাজনহারে হারে বেড়ে যায়। সর্বপ্রথম ১৯৫৬ সালে ফসলের পোকামাকড় দমনে তিন টন কীটনাশক আমদানি করা হয়। ২০২০ সালে বাংলাদেশে কীটনাশকের আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৭ হাজার ৫৬৩ মেট্রিক টন। ফলে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের আক্রমণে আউশ মৌসুমে ২৪%, আমনে ১৮% এবং বোরোতে ১৩% ধানের ফলন কমে যায়। ক্ষতিকর পোকামাকড়ের হাত থেকে ধান রক্ষার জন্য কৃষকেরা জমিতে নির্বিচারে কীটনাশক প্রয়োগ করতে থাকেন। যে কারণে প্রতি মৌসুমে মাজরা পোকা, পাতামোড়ানো পোকা, পামরি পোকা, বাদামি গাছফড়িং ও গান্ধিপোকা দমনের জন্য গড়ে তিন থেকে চারবার ধানের জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হতো। কীটনাশক প্রয়োগে একদিকে যেমন মাটি, পানি ও বায়ু বিষাক্ত হচ্ছে, অন্যদিকে কৃষকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন খরচও বেড়ে যাচ্ছে। অপরদিকে নাগরিকেরাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শরীরের জন্য ক্ষতিকর বিষ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

তিনি জানান, জমিতে কীটনাশক ব্যবহার না করে বিনা খরচেই পার্চিং করা যায়। স্বল্প খরচে হাতজাল তৈরি করা যায়। কীটনাশকের বিষক্রিয়া থেকে পরিবেশ বিশেষত পানি ও বায়ু দুষণমুক্ত থাকে। কৃষক নিজেই হাতজাল ব্যবহার করে জমিতে পোকার আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের উপস্থিতি

বরিশাল

শনাক্ত ও ধ্বংস করতে পারবেন। এতে করে জমিতে বন্ধুপোকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। যেগুলো পরবর্তীতে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের ডিম ও লার্ভা খেয়ে দমন করবে। ফলে কীটনাশকের ব্যবহার ৫০ থেকে ১০০% পর্যন্ত কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি বিঘা প্রতি ধান উৎপাদন খরচ এক হাজার থেকে ১৫শ' টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় হবে। কীটনাশকের ব্যবহার কমলে কৃষক ও ভোক্তা দীর্ঘমেয়াদী বিষক্রিয়া থেকেও বাঁচবে।

বরিশালস্থ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) মূলত দুইটি খামার নিয়ে গঠিত। চরবদনা খামারে ৭৫ একর, সাগরদী খামারে ২০ একর জমি আছে। ২০১৯ সালের বোরো মৌসুমে দুটি খামারেই মাজরা পোকার প্রচণ্ড আক্রমণ দেখা দেয়। তিনবার কীটনাশক স্প্রে করেও পোকা দমন করা যাচ্ছিল না। এরপর কীটতত্ত্ববিদ মনিরুজ্জামান কবির, মাজরা পোকায় খাওয়া সাদা শীষ (মাজরা পোকায় নষ্ট করা) সংগ্রহ করে গাছের কাণ্ডের ভেতর কালো মাথার মাজরা পোকার উপস্থিতি দেখতে পান। পরবর্তীতে কারটাপ গ্রুপের কীটনাশক স্প্রে করে মাজরা পোকা দমন করা হয়।

একইবছরের আমন মৌসুমে বরিশালের সকল ধানের জমিতে চারা রোপণ থেকে গাছে ফুল আসার আগ পর্যন্ত হাতজাল দিয়ে মাজরা পোকা ধরে মেরে ফেলা হয়। সেইসঙ্গে হাতজালে কোন উপকারী পোকা আসলে সেটি পুনরায় ধানের জমিতে ছেড়ে দেয়া হয়। হাতজাল দিয়ে হেঁটে হেঁটে মাজরা পোকা ধরার সময় ধান গাছের পাতা থেকে ডিমের গাদা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা হতো। এক্ষেত্রে চরবদনা খামারে দুজন ও সাগরদী খামারে একজনকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন এ কীটতত্ত্ববিদ। এ পদ্ধতিতে ২০১৯ এর আমন, ২০২০ সালের আউশ, আমন ও বোরো এবং ২০২১ সালের আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে কোন প্রকার কীটনাশক প্রয়োগ ছাড়াই ধান উৎপাদিত হয়েছে।

বরিশালে প্রযুক্তিটি সফল হবার পর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় বরিশাল বিভাগের বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার উত্তর রাওঘা গ্রামের রাওঘা ব্লকে ১০ একর জমিতে আমন মৌসুমে ধানের প্রদর্শনী প্লট করা হয়। প্রদর্শনীতে কৃষকদের ব্রি ধান ৭৬ এর বীজ দেবার পাশাপাশি হাতজাল বিতরণ করা হয়।

বিষমুক্ত ধান চাষের এ প্রযুক্তির ব্যাপারে ব্রি বরিশালের প্রধান ও মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আলমগীর হোসেন জানান, পর্যায়ক্রমে এ পদ্ধতি সম্পর্কে বিভাগের ছয় জেলার কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে। বিষমুক্ত ধান চাষের এ প্রযুক্তি ব্যবহার করলে একদিকে কৃষকরা যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হবেন, তেমনি কৃষক ও নাগরিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও কমে যাবে।